R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSI—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা, বর্দ্ধমান
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : ম্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৭ সাল
২৪শে অক্টোবর, ১৯৯০ সাল।
মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

আবার চোরাচালান ঘাটে খোশমেজাজে নৌকা ভাসল

বিশেষ প্রতিবেদক রঘুনাথগঞ্জ ঃ বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকার পর আবার এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে চোরা চালান শুরু হলো। এই অঞ্চলের ১৭টি চোরা-চালান ঘাটই পুরোদমে মাল এপার ওপার করছে। ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা যায় এবার নাকি পুলিশ, বি এস এফ এবং কাষ্টমস এর সঙ্গে পাচারকারীচক্র পুরো বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। বি এস এফের পক্ষে জনৈক 'ঢাকাবাবু' নামে খ্যাত ব্যক্তিকে এখন ঘাটগুলি দেখভাল করতে দেখা যাচ্ছে। পাচারকারীচক্র উক্ত 'ঢাকা' বাবুর হাতে ঘাট পিছু ১৫০০ টাকা মাস কাবারে তুলে দিয়ে কারবার চালাচ্ছে সরল ও খাঁটি ভাবে। কোন ঝুট ঝামেলা নেই। তবে মাঝে মাঝে চালানকারীদের মধ্যে ঘাটের দখল নিয়ে ঝগড়া বিবাদ, গুলি বোমা চালাচালিও হচ্ছে। পুলিশ কোন হস্তক্ষেপ করে না। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক গরজে চালানকারীরাই সব কিছু আপসে মিটিয়ে নেয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায় এতদিন যে ঘাট বন্ধ ছিল তার জন্য পুলিশ তৎপরতার কোন গন্ধ মাত্র নেই, শুধু উভয় বাংলার সিগন্যাল অনুযায়ী হয়ে থাকে। ওপার বাংলায় মালের প্রয়োজন না থাকলে বা ওপারে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তাদের নির্দেশে পাচার বন্ধ রাখা হয়। এখন ঘাট যে চালু হয়েছে তা শহরে ভ্যানের ভ্যান চিনি, চাল (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চোলাই মদের ব্যবসা বন্ধের দাবীতে অবস্থান

ধুলিয়ান ঃ সারা ভারত যুব লীগের সমসেরগঞ্জ ব্লক শাখা স্থানীয় আবগারী অফিসের সামনে ২০ অক্টোবর থেকে অবস্থান শুরু করেছে। খবর প্রকাশ্যে মদ ও তাড়ির কারবার চলছে শহরের সর্বত্র। পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডে এই কারবারের রমরমা। ফলে সমাজবিরোধী ও মাতালদের অড্ডা চিৎকার এবং অশালীন কথাবার্তায় জনজীবনে অশান্তি দেখা দিয়েছে। দিনে দুপুরে চুরি ও ছিনতাইও বাড়ছে। শহরের এই সব অঞ্চল দিয়ে শান্তিপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাদের যাতায়াতও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। সরকার থেকে বা আবগারী বিভাগ থেকে কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সারা ভারত যুবলীগ এর প্রতিবাদে আন্দোলনের রাস্তায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা মুর্শিদাবাদ জেলা আবগারী সুপারিনটেনডেণ্ট, এ ডি এম (জেনারেল) মুর্শিদাবাদ, এস ডি ও জঙ্গিপুর এবং সমসেরগঞ্জ থানাকে সব কিছু (শেষ পৃষ্ঠায়)

একটি ঘটনা ছাড়া বনধ শান্তিপূর্ণ ছিল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ বিহারে বি জে পির সভাপতি আদবানীর গ্রেপ্তার ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রে মোর্চা সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার ঘটে গত কাল ২৩ অক্টোবর। বি জে পি মোর্চা সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ২৪ অক্টোবর ভারত বনধের ডাক দেয়। জঙ্গিপুর মহকুমায় শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালিত হয় বলে জানা যায়। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে শতকরা ৭০% ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। তবে তহবাজারগুলি খোলা ছিল। সরকারী ও আধা সরকারী অফিসগুলিতে একমাত্র মুখ্য ডাকঘর ছাড়া কোথাও কর্মী সংখ্যা তেমন চোখে পড়েনি। পুলিশী হস্তক্ষেপ ডাকঘর, আদালত ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক খোলে। তবে আদালতে বিচারকরা ছাড়া কর্মী সংখ্যা তেমন ছিল না। ষ্টেট ব্যাঙ্কেও কর্মী সংখ্যা ছিল খুবই কম। মহকুমা শাসক অফিসে কর্মী সংখ্যা ছিল ২৩% এর মত। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি পি এম জুলুম করে চাঁদা আদায় করছে

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কং (ই) বিধায়ক হাবিবুর রহমান অভিযোগ করেন সি পি এম পার্টি 'কমঃ সত্যচন্দ্র ভবন' নির্মাণের উদ্দেশ্যে জুলুম করে চাঁদা আদায় করছেন। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঋণ বিলির সময়ে ৫০ থেকে ১০০ টাকা কেটে নিয়ে চাঁদার রসিদ ধরিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গরীব মানুষেরা ভায়ে সাচ্চার হতে পারছেন না।

রেশন ডিলারদের মাল বাংলাদেশে যাচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ব্লকের ভাগীরথী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে রেশন বিলিতে অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এতদ অঞ্চলের রেশন ডিলাররা সরকারের কাছ থেকে চাল, চিনি, কেরোসিন সঠিকভাবে পাওয়া সত্ত্বেও তা বিলি না করে চোরাচালানকারীদের সাথে যোগসাজশে সিংহভাগ মালই বাংলাদেশে পাচার করছেন। মনিগ্রাম, চাঁদপাড়া গ্রামের রেশন ডিলারদের সম্বন্ধে অভিযোগে গ্রামবাসীরা সোচ্চার। তাঁরা জানান এই দুই (শেষ পৃষ্ঠায়)

ডাক্তারবিহীন হাসপাতাল

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরী হাসপাতালে কোন ডাক্তার নাই বলে খবর। জানা যায় ঐ হাসপাতালে দু'জন ডাক্তারের নিযুক্তি দেওয়া আছে। তাঁদের মধ্যে একজন কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে ছুটিতে তাঁর কলকাতার বাসায় আছেন। অপর জনকে কোনদিনই কেউ দেখেননি। তাঁর হদিশ কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিককে কয়েকবার হাসপাতাল পরিদর্শনে আসতে দেখা গেলেও এ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মন মাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোনঃ আর জি ৫৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৭ সাল

জিনিস অগ্নিমূল্য

জিনিসপত্রের গগনচুম্বী মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ আজ চরম জেরবার হইতেছে। রাজনৈতিক ধান্দা তথা দ্বন্দ্ব প্রসূত বিভিন্ন ঘটনায় সাধারণ মানুষ তত প্রভাবিত হয় না যতটা হয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আজ সকলেই এই ব্যাপারে চরম অসন্তুষ্ট মূল্যবৃদ্ধির যত কৈফিয়ৎ থাকুক না কেন, যাহারা জীবনযাপনে দিশাহারা হইতেছে, তাহারা ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহিবে না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদল প্রাক্তন শাসকদলের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য মূল্যবৃদ্ধিরোধ করিবার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। নির্বাচনে জয়ী হইয়া মূল্যবৃদ্ধিরোধের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার সংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল; মূল্যস্ফীতি বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত এক কমিটির কার্যকলাপ এ পর্যন্ত জনগণকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে নাই।

কেন্দ্রীয় আর্থিক বাজেটে ঘাটতি বাজেটকে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য অতিরিক্ত কর বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং তাহার জন্য যে ব্যবস্থা লওয়া হইল, তাহা মূল্যস্ফীতির পথকে আরও প্রশস্ত করিয়া দিল। একাধারে সরকারী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারী পণ্যের উপর কর চাপাইবার ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতির গতি বাড়িয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি উপসাগরীয় পরিস্থিতির জন্য অবস্থা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তেলের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাই জিনিসের দাম বাড়িয়াছে। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। তেলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ঘটনা আগেও ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন বৎসরের মাঝামাঝিতে পেট্রোল বা তজ্জাত দ্রব্যে দাম বাড়ান হয় নাই যাহা এই বৎসর করা হইল। ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতির দাম বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিবহণ ব্যয় বাড়িল। অতএব জিনিসপত্রের মূল্য আরও বাড়িয়া গেল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অসুবিধার সুযোগ ব্যবসায়ীরা লইতে ছাড়িবে না। কর্তৃত্ব দুর্বল হইলে সব দিকে শিথিল ভাব দেখা দেয়। আর 'ফিশিং ইন্ ট্রাবলড্ স্ ওয়াটারস' এর প্রবণতা আবশ্যিকভাবে বৃদ্ধি পায়। মানুষের নাজেহাল অবস্থা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়।

জাতির পিতার জন্মদিন

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২ অক্টোবর জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সবার অজান্তে চলে গেল। দুর্গা পূজার হৈ হট্টগোলের মধ্যে, কালীপূজা, দেওয়ালী, নেলসন ম্যাণ্ডেলার অভ্যর্থনা, রাম মন্দির-বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ও বি জে পির রথযাত্রা. মুসলীমদের হিফাজতিদস্তা গঠন ইত্যাদির মাঝে কোথা দিয়ে যে চলে গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান জননেতা জাতির জনকের জন্মদিন তা কেউ জেনেও জানলো না। দু'চারটে মামুলী সরকারী বেসরকারী উৎসব যে হয়নি তা নয়, কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি এটুকুই বলা চলে। অবশ্য স্বাধীনোত্তর যুগে আকাশবাণীতে প্রতি শুক্রবার 'গান্ধী চর্চা' প্রোগ্রামে আজও জাতির পিতাকে স্মরণ করা হয়, কিন্তু সে তো শুধু আকাশবাণীতেই সীমাবদ্ধ। দেশের আপামর জনসাধারণের কানে তার কতটুকুই বা প্রবেশ করে। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাপুজীর মহান জন্মদিনে প্রখ্যাত বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে গান্ধীবাদী নেতা রাখালচন্দ্র দের রচনার কিয়দংশ তুলে ধরলাম জনগণের মনে জাতির পিতাকে আবার একবার মূর্ত্ত করে তোলার বিশেষ আগ্রহে। "গান্ধীর গ্রাম স্বরাজের সাধনা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্তির পথে। তাঁর গ্রাম স্বরাজ অভিমুখী কর্মসূচীগুলি এখন একে একে সরকারের কুক্ষিতে প্রবেশ ক'রে ক্রমে এক প্রাণহীন অর্থহীন জীবাশ্মে পরিণত হতে চললো। নয়ীতালিম যা ছিল আত্ম নির্ভর কর্মধারায় Self employmentই হল যার আদি কথা তা পরিণত হল Basic education এ। চরকা ও তাঁত খাদি কমিশনে পরিণত হল। হরিজন সেবা এক সরকারী সংস্থার মর্যাদা পেল। সমস্ত গান্ধী সেবা সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে এক আমলাতান্ত্রিক সরকারী সংস্থায় পরিণত হলো। নিজের পায়ে দাঁড়াবার বল কারো রইল না। লোকশক্তিকে দেশ নির্মাণের স্বাধীন স্বারত্ত উদ্যমে না লাগিয়ে চামচা, পোষ্য, নাবালক করে লালিত করার ব্যবস্থা হলো welfare state গড়ে তুলে। স্বরাজ নির্মাণের প্রতিটি বীজকে অঙ্কুরে নষ্ট করে আমলাতান্ত্রিক এক একটি কেজুরে পরিণত করা হলো। ভারতকে রাতারাতি আমেরিকা করে গড়ে তোলার মদিরাময় স্বপ্নে সকলকে নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য করার চেষ্টা সফল হলো। গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতে প্রতিটি নাগরিকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তার স্বরাজ।

তা কি এক অলীক স্বপ্ন মাত্র? গান্ধীজী কি তাহলে সারা জীবন কেবল এক ব্যর্থ স্বপ্নেই জীবন কাটিয়েছেন? যদি তাই হয় তাঁকে ছেড়ে চলার সাহস রাখুন। নাথুরাম গডসে ও তাঁকে গুলীতে দেহ মুক্ত করে ছিল। আপনারা সেই মুক্ত গান্ধীকে আবার মূর্ত্তিবদ্ধ করে কেন তাঁর সামনে তাঁকে দিনে দিনে তিলে তিলে হত্যা করে তাঁর বিদেহ আত্মাকে যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা দিচ্ছেন। গান্ধীজীকে গান্ধী হয়েই থাকতে দিন। আপনারা নিজের পথে দুবাহু তুলে নৃত্য করে চলুন না কেন? কে বাধা দেয়? সংশোধিত গান্ধীবাদ সৃষ্টি করার ধৃষ্টতা আপনাদের কে শিখালো? ইতিহাসের কাছে এর জবাবদিহি আপনাদের করতে হবে।"

ভিন্ন চোখে

এরা কেউ গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা অথবা ধলেশ্বরীর বুকের মাতন দেখেনি। দেখেনি নদীর কোল ঘিরে সব সুখী মানুষদের আটন। অথবা দেখেনি পদ্মাপারের সেই সোনাকর্ত্তাদের। দেখেনি ধন বৌকে। দেখেনি সোনাকর্ত্তার পরিবারের প্রতি অপর গোষ্ঠীর মানুষের ভালোবাসা। দেখেনি সোনাকর্ত্তার বাড়ীর তকতকে উঠানে কলাপাতা বিছিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ' করতে আমরা যেন ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি। দিনের পর দিন আমরা এক যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি যেখান থেকে প্রাণে প্রাণ আর মিলানো যাচ্ছে না। তবুও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। মানুষের জন্যই মানুষ। উৎসবের সামিয়ানার নীচে সব মানুষ এক মূলস্রোতে মিশে যায়। সকলেই একই আনন্দের দিশারী। শারদীয়ার দিনগুলিতেও দেখেছি সব গোষ্ঠীর মানুষকে আনন্দের স্পর্শ নিতে। চোখেমুখে কোন কুণ্ঠার ছাপ লক্ষ্য করিনি উৎসবের আলোই সবাই আলোকিত হলেই উৎসবের সার্থকতা। এটাই বোধ হয় শুভ উৎসব। তবুও মাঝে মাঝে উৎসবের আনন্দ অশুভ মেঘে ঢাকা পড়ে। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ভুলে যাই ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। ধর্মের লক্ষ্য পারত্রিক কল্যাণ। সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য ঐহিক সমৃদ্ধি। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাই সাম্প্রদায়িকতার মূল কথা।

আজ যদি আমরা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি তবেই মানুষ তথা মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। তবেই হবে উৎসব পালনের সার্থকতা। এই শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হোক সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি মুছে যাক মানুষের মন থেকে। শারদীয়া উত্তর লগ্নে এই আবেদন জানাই।

—মণি সেন

বাংলাদেশে মাল পাচারের ঘাট নিয়ে পুনরায় বোমা

জঙ্গিপুর : গত ৭ অক্টোবর রাত্রি থেকে ঘন ঘন বোমা ফাটার শব্দে জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মির্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকাল দশটা এগারটা পর্যন্ত বোমার তীব্র আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। জঙ্গিপুর-লালগোলা সড়ক রাস্তার উপর একাধিক বোমা ফাটায় দুর্ব্বৃত্তরা। চলন্ত বাস থামিয়ে হুদরা-পুরের জনৈক ব্যক্তিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে যায় জালিবাগানের লোকেরা। এর ফলে প্রায় তিন ঘন্টা রাস্তায় যানবাহন চলা-চল বন্ধ থাকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশে মাল পাচারের মাধ্যম হুদরাপুর ঘাটের দখল নিয়ে আবার দু'দল পাচারকারীর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। শক্তিশালী বোমার আঘাতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে তিনজনকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। লড়াই চলে হুদরাপুর বনাম শিবপুর জালিবাগানের চোরাকারবারীদের মধ্যে। উল্লেখ্য, গত ২১ আগষ্ট হুদরাপুরের চালান-কারীরা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে ষ্টেনগান, পাইপ-গান, তীরধনুক, বোমা নিয়ে শিবপুরবাসী জনৈক জেকুমুদ্দিনের বাড়ীঘর তছনছ করে পুনরায় সম্মতিনগর বাজার দিয়ে মিছিল করে হুদরাপুর ফিরে যায়। সে ব্যাপারেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এই ঘটনায় ৮ ও ৯ অক্টোবর সম্মতিনগর বাজার বন্ধ থাকে। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ও হলকা ক্যাম্পের কর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে কাজকর্ম চালাচ্ছেন। পর পর এই ধরণের ঘটনায় স্থানীয় মানুষও প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

খোশমেজাজে নৌকা ভাসল

(১ম পাতার পর)

যাতায়াত দেখেই বোঝা যায়। প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে ভ্যান, সাইকেলের মাধ্যমে বস্তা বস্তা চোরা চিনি সেকেন্দ্রা, ফিঠিপুর, সাইদাপুর, কুতুবপুর এলাকায় চলে যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থেকে গঙ্গা পার হয়ে তাড়িখানার পাশ দিয়েও সেকেন্দ্রা যাচ্ছে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী। ওখানে বিভিন্ন বাড়িতে মাল বোঝাই করে রাখা হচ্ছে ও পরে সময় ও সুযোগমত ওপারে পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। বাংলাদেশ থেকে ভাঙ্গরী ও পাম তেল প্রচুর পরিমাণে আসছে। ভাঙ্গরী রেলপথে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে কাটোয়ায় বুক হয়ে সেখান থেকে রাস্তা দিয়ে কলকাতা ঢুকছে বলে জানা যায়। কিছুদিন আগে পূর্বতন মহকুমা শাসক আর, এস, শুক্লা অভিযান চালিয়ে জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনে প্রচুর পরিমাণ ভাঙ্গরী আটক করেন ও একজন এ, এস, এম এ ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে সাময়িকভাবে বরখাস্তও হন। শ্রীশুক্লা বদলি হবার পর রেল যোগে আবার ওই চালান পুরোদমে চালু হয়েছে বলে জানা যায়। জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি জানান তাঁরাও বুঝতে পারছেন চোরাচালান চলছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আইনের ফাঁকে তাঁরা অসহায়। ভ্যান ভ্যান চিনি বা চাল পথ দিয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা বুঝছি এগুলি পাচার হচ্ছে, কিন্তু আইনতঃ আমরা কিছু করতে পারি না। পদ্মাপারের গ্রামে ব্যবসার জন্য চাল চিনি নিয়ে যাওয়া অপরাধ নয়। বর্ডার পিলার থেকে ৫০০ গজের মধ্যে মাল ধরা পড়লে অপরাধ। কিন্তু ঐ এলাকা বি এস এফ ও কাষ্টমসের প্রশাসন অধিকারে। আমরা ঐ এলাকায় মাল ধরতে গেলে ওঁরা পরিষ্কার অভিযোগ তোলেন তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে। স্মাগলিং এর মত অপরাধ আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। আমরা মার-মারি, চুরি, ডাকাতি ও অশান্তির জন্য ষ্টেপ নিতে পারি। কিন্তু স্মাগলিং একমাত্র কাষ্টমস ও বি এস এফের এক্তিয়ারে পড়ে। বাংলা-দেশ পাচার সংক্রান্ত আলোচনায় বসেন বি এস এফ, কাষ্টমসের কর্তৃপক্ষ ও আমাদের ডি এম ও এস পির মত উচ্চপদস্থ আধি-কারিক। আমরা ওখানে স্থান পাই না। তাই চিনি চাল প্রভৃতি স্মাগলিং আইনের ফাঁক ফোঁকরে চলছে চলবে।

জায়গা বিক্রয়

পাঁচনপাড়া বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে পাকা রাস্তার ধারে চার বিঘে এবং মির্জাপুর গ্রাম সংলগ্ন রাস্তার ধারে বাসোপযোগী কয়েক বিঘা জায়গা বিক্রি হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—সুবোধ-কুমার সাহা, বালিঘাটা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

'ইরকন' কে প্রতারণার অভিযোগ

নবারুণ পরেন্ট : এন টি পি সিতে কাজের কনট্রাকট প্রাপ্ত সংস্থা 'ইরকন' পুলিশের কাছে লক্ষাধিক টাকা প্রতারিত হওয়ার এক অভিযোগ দায়ের করেন। খবর কলকাতার বালিগঞ্জ নিবাসী জনৈক গৌতম ঘোষ দিল্লি থেকে ১১ রেক পাথর চিপস্ সরবরাহের এক ঠিকা নেন 'ইরকন' এর কাছে। ১১ রেক চিপস্ এর আনুমানিক মূল্য এগার লক্ষ টাকা। তিন রেক মাল সরবরাহ করার পর উক্ত গৌতম ঘোষ ৫ লক্ষ টাকা এ্যাডভান্স চান। সেই অনুযায়ী তাঁকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে বলা হলে তিনি যথারীতি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের আসানসোল শাখার গ্যারান্টি লেটার 'ইরকন' এর অফিসে জমা দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা পেমেন্ট নেওয়ার পর থেকে আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মাল সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোম্পানী গত ২২ অক্টোবর স্থানীয় থানায় গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে এক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন।

ডাক্তার অভাবে শিশুর মৃত্যু

সাগরদীঘি : জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ১১ সেপ্টেম্বর মেমো নং ৪৯৭০/১(৫) আদেশ অনুযায়ী মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে মহেশাইল হাসপাতালে বদলী করা হয়। সে দিন থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নতুন কোন ডাক্তার পাঠানো হয়নি। ডাক্তারবিহীন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ৩ অক্টোবর বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশিয়া কলোনীর রাজপতি রবিদাসের ২ বছরের শিশুকে ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসা হলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শিশুটিকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই তার মৃত্যু হয় বলে খবর।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছে যে বহরমপুর পঞ্চাননতলায় অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অফিস প্রাঙ্গণে যে দোকান ঘর নির্মিত হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে ২৫টি ঘর মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত করা হইবে। আগামী ৩০-১০-৯০ তারিখ হইতে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অফিসে দশ টাকা আদায় দিয়া দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাইবে।

ঘরগুলি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। দরখাস্ত-কারী তিনটি পৃথক শ্রেণীর জন্য সর্বাধিক তিনটি পৃথক দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭-১১-৯০। উল্লিখিত ঘরের অপেক্ষা বেশী দরখাস্ত জমা পড়িলে লটারীর মাধ্যমে প্রাপকের নাম স্থির করা হইবে এবং লটারী অনুষ্ঠানের তারিখ জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জানানো হইবে।

সর্তাবলি নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হইবে।

জে, এম, চক্রবর্তী
জেলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

তারিখ : ১১-১০-৯০

Memo No. 505/E Date 11-10-90

ষ্টেট বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষ

আহিরণ ঃ গত ২৩ অক্টোবর ভোর রাতে সুতী থানার মুরারিপুকুরে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দুটি ষ্টেট বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়। এদের মধ্যে ৯ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে পাঁচজনকে বহরমপুর পাঠানো হয়। অন্যান্য আহতদের মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাক্তারবিহীন হাসপাতাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে তিনি কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। কেন না আজও হাসপাতালটি ডাক্তারবিহীন হয়েই আছে। এই হাসপাতালে একটি জীপ গাড়ী আছে। বর্তমান সরকারী ব্যয় হ্রাসের আদেশ হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে যত্র তত্র আসা যাওয়া করতে দেখা যায় বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাঁদের আরো অভিযোগ কর্মীদের পে ও অন্যান্য বিল পেমেণ্টের জন্য কাগজপত্র ও চেক সহি করানোর জন্য প্রতি মাসেই নাকি কলকাতায় থাকা ডাক্তারবাবুর কাছে কর্মীদের পক্ষ থেকে লোক পাঠানো রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ের কথা যিনি ছুটিতে আছেন তাঁর উপর সহি ইত্যাদির দায়িত্ব থাকে কি করে? তার উপর এই হাসপাতালের দেখভালের জন্য একটি এ্যাডভাইসরি কমিটি আছে বলে শোনা যায়। সেই কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক এই অব্যবস্থা রোধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি— এ প্রশ্ন সাধারণ গ্রামবাসীদের।

বন্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউ বি আই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ইউ বি আই এ সামান্য কয়েকজন বি জে পি সত্যাগ্রহীকে বিশাল সংখ্যক বন্‌ধ বিরোধী সি পি এম সমর্থক ঘেরাও করে। বি জে পির অভিযোগ সি পি এম তাদের পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়। পুলিশ বি জে পির রামনারায়ণ পাণ্ডে সহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে ও ঘণ্টাখানেক আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। ঐ দিন নিউ ফরাক্কায় দোকান বন্ধে বাধা দিলে বি জে পি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ইঁটের আঘাতে একজন পুলিশ অফিসার আহত হন বলে খবর। নবারুণ পয়েণ্ট মার্কেটে বন্‌ধ ছিল শান্তিপূর্ণ।

বেওয়ারিশ মৃতদেহ উদ্ধার

ধুলিয়ান ঃ গত ২৩ অক্টোবর স্থানীয় ডাকবাংলো থেকে কয়েক মিটার দূরে মাঠের মধ্যে দুটি মহিলার মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। মৃতদেহগুলি এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি। পুলিশের সন্দেহ এদের খুন করে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

মাল বাংলাদেশে যাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিলারের আচরণ বিগত দিনের নবাব বাদশাহদের মত। চাঁদপাড়ার ডিলার আই টি ডি পি তে পাওয়া মালও আদিবাসীদের মধ্যে বিলি না করে গোপনে বিক্রি করে মুনাফা লুটছেন। আদিবাসীরা অনেকেই জানেন না যে তাঁরা আই টি ডি পি প্রকল্পে কোন মাল সরকার থেকে পান। মনিগ্রামের ডিলার বিগত পূজা বা রমজান মাসে চিনির বরাদ্দ বেশী থাকা সত্ত্বেও এক ছটাক চিনি বেশী দেননি। কেরোসিন তেলও গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গত তিন সপ্তাহ থেকে পায়নি বলে জানান।

বন্ধের দাবীতে অবস্থান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়ে প্রতিকার দাবী করেছেন। তাঁরা আরো অভিযোগ করেন স্থানীয় আবগারী বিভাগের কর্মকর্তারা এই সব কারবারীদের কাছ থেকে মুনাফার ভাগ পেয়ে চুপচাপ থাকছেন। প্রকাশ্যে কাঁকুড়িয়ার এক যুবতী পাহাড়ঘাটী, ধুলিয়ান ও লালপুরে ঢোলাই মদের সরবরাহ করছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। ঐ যুবতীর সম্বন্ধে অভিযোগ জানালেও আবগারী বিভাগ তাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা না করায় সহজেই মনে হয় ঐ কারবারে আবগারী বিভাগেরও ভাগ বাঁটোয়ারা র'য়েছে। সে কারণেই যুবলীগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তিন রাত্রিব্যাপী নাট্যোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'বলাকা' নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায় তিন রাত্রিব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রাত্রে ১০ অক্টোবর বলাকার তরুণ চৌবের পরিচালনায় 'সুন্দর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, ১১ অক্টোবর মঞ্চস্থ হয় বহরমপুর প্রান্তিক গোষ্ঠীর 'চার ইয়ারের পালা' এবং ১২ অক্টোবর সিউড়ীর এখনই গোষ্ঠীর 'কানামাছি খেলা'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকায় দর্শক সমাগম আশানুরূপ হয়নি। শ্রোতা সাধারণের অভিযোগ, রবীন্দ্র ভবনটির নির্মাণ কার্য্যের ত্রুটির জন্যই নাটকগুলি মঞ্চস্থের অসুবিধা হয় এবং মঞ্চের সংলাপ ঠিক মত শোনা যায় না।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন প্র্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ঃ নিউ দিল্লী

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড স্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ

৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং

৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত